JAN. 28 2001

দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

ব্যতিক্রমী স্কুল মুকুল নিকেতন

বাবুল হোসেন, *ময়মনসিংহ থেকে*

সাফল্যের সিঁড়ি বেয়ে এগিয়ে চলেছে ময়মনসিংহের মুকুল নিকেতনের মুকলেরা। পড়ালেখার পাশাপাশি নানা বিষয়ে এরা রেখে চলেছে আধিপত্যের ছাপ। কপোতাক্ষ, করতোয়া, মহানন্দা, সূর্যমুখী, করবী, চন্দ্রমল্লিকা, অপরাজিতা, ধানসিঁড়ি এসব নদী আর ফুলের নামের শ্রেণীকক্ষগুলোর সঙ্গে মুকুলরা গড়ে তুলেছে প্রতিযোগিতার এক সেতুবন্ধন। স্রোতস্বিনী নদীর মতোই তেজোদীপ্ত এ মুকুলরা ছড়াচ্ছে ফুলের সৌরভ।

মুকুল নিকেতন। আলোচিত একটি স্কুলের নাম। যার সাফল্যের ইতিহাস উদাহরণের মতো। পদ্ধতিগত একাডেমিক শিক্ষার বাইরে কোমলমতি শিশু-কিশোরও যে সমাজ উন্নয়ন, সংস্কৃতির বিকাশ, সচেতনতা সৃষ্টি, শৃঙ্খলাবোধের জাগরণ, পরিবেশ রক্ষা ও দুর্গতদের সাহায্য করতে পারে ময়মনসিংহ শহরের আর্দশ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান মুকুল নিকেতন তারই উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। যাঁর অক্লান্ত পরিশ্রম ও সৃষ্টিশীল চিন্তায় স্কুলটি ঈর্ষণীয় সাফল্যের সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠছে তিনি হচ্ছেন আমীর আহমেদ চৌধুরী।

ময়মনসিংহ শহরের মহারাজা রোডে অবস্থিত আজকের মুকুল নিকেতন উচ্চ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা হয়েছিল '৫৯ সালের ২৯ মে। একটি শিশু-কিশোর যুবকল্যাণ প্রতিষ্ঠানের চরিত্রে তখন এর নাম ছিল ময়মনসিংহ মুকুল ফৌজ। সেদিন মাত্র ৫ জন শিক্ষক ও ৪২ জন ছাত্রছাত্রী নিয়ে এর শুভযাত্রা শুরু হয়েছিল। অবৈতনিক শিক্ষকগণের প্রতিদিনকার আপ্যায়ন বাবদ বরাদ্দ ছিল মাত্র ৩০ পয়সা। একটি ভগ্নপ্রায় টিনের দু'চালা ঘরে ছিল এর কার্যক্রম। বছর ঘুরতেই এর ছাত্রসংখ্যা দাঁড়ায় ৯৪তে।

'৭৬ সালে মুকুল নিকেতন প্রাথমিক বিদ্যালয়ে উন্নীত হয়। তখন ছাত্রছাত্রী ছিল ৩শ ১৮ জন। প্রাথমিক স্কুলের গণ্ডি পেরিয়ে '৮২ সালে জুনিয়র ও '৮৩ সালে পূর্ণাঙ্গ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে উন্নীত করা হয়। পুঁথিগত বিদ্যার বাইরে ছাত্রছাত্রীদের কঠোর শৃঙ্খলা, নিয়মনীতি, শরীরচর্চা, ক্রীড়া, সংস্কৃতি ও বিজ্ঞানবিষয়ক কর্মকাণ্ডসহ প্রাথমিক ও জুনিয়র বৃত্তি পরীক্ষায় স্কুলটির আশাতীত সাফল্য ময়মনসিংহ শহরের সচেতন অভিভাবক মহলকে নাড়া দেয়। শিক্ষকদের পেশাদারী মনোভাব ও ফলাফল এ ক্ষেত্রে ইতিবাচক প্রভাব ফেলে।

সবকিছু মিলিয়ে স্কুলটিতে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা অবিশ্বাস্যভাবে বাড়তে থাকে। '৮৪ সালে এ সংখ্যা দাঁড়ায় ১ হাজার ৩শ' ৪৫ জনে। একই সালে স্কুলটি সরকারের স্বীকৃতিও লাভ করে। '৮৫ সালে প্রথমবারের এসএসসি পরীক্ষায় ১৮ পরীক্ষার্থীর ৬ জন প্রথম, ৬ জন দ্বিতীয় বিভাগে পাশ করে। '৮৭ সালে স্কুলে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা দাঁড়ায় ২৬ শ'। এই অবস্থায় স্কুলে দুটি শিফট চালু করা হয়। স্কুলটিতে বর্তমানে ৭২টি শাখায় ৪ হাজার ৩৩৮ ছাত্রছাত্রী। শিক্ষক-শিক্ষিকা আছেন ১শ' ৬ জন।

এক দশমিক ৬০২২ একর জমির উপর প্রতিষ্ঠিত মুকুল নিকেতন বিদ্যালয়ের বর্তমানে একটি ৪ তলা ভবনসহ কয়েকটি দোচালা টিনশেডের ক্লাসরুম রয়েছে। ৩টি ছাত্রাবাসে ৪শ' ছাত্র অবস্থান করছে। স্কুলের প্রধান শিক্ষক আমীর আহমেদ চৌধুরী জানান, '৯২ সালে স্কুলটি সমাজবিজ্ঞান গ্রুপে ১০ম, '৯৪ সালে বিজ্ঞান গ্রুপে ১৫তম, '৯৫ সালে সমাজবিজ্ঞানে ১৩তম, '৯৮ সালে সমাজবিজ্ঞানে ১৬তম, '৯৯ ও চলতি ২০০০তেও স্কুলটির স্থান ছিল সাফল্যের কাতারে। এবার স্কুলের এক স্কাউট পেয়েছে 'প্রেসিডেন্ট স্কাউট এওয়ার্ড'।

এছাড়া প্রাথমিক ও জুনিয়র বৃত্তি পরীক্ষাতেও স্কুলটি সাফল্যের নজির সৃষ্টি করেছে। '৮৯ ও '৯৪ সালে স্কুলটি ঢাকা বিভাগে শ্রেষ্ঠ মাধ্যমিক বিদ্যালয় হিসাবে দু'বার জাতীয় পুরস্কার পেয়েছে। '৯২, '৯৫ ও '৯৭তে স্কুলটি টেলিভিশন বিতর্ক প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে '৯৮ সালে জাতীয় টেলিভিশন স্কুল বায়োয়ারী বিতর্ক প্রতিযোগিতায় দ্বিতীয় স্থান লাভ করেছিল। স্কুলে একটি সাংস্কৃতিক একাডেমিও রয়েছে। এখানে ছাত্রছাত্রীদের নাচ, গান, গীটার, তবলা, আবৃত্তি, অভিনয়, বিতর্ক, সাহিত্য, চিত্রাঙ্কন, সূচীশিল্প ও মাটির কাজ বিষয়েও প্রশিক্ষণ দেয়া হয়।

খেলাধুলার ক্ষেত্রেও স্কুলটি কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখে চলেছে। '৮৮ সালে নির্মাণ স্কুল ক্রিকেট টুর্নামেন্টে জাতীয়ভাবে রানার্স আপ হয়। '৮৯ সালে একই টুর্নামেন্টে চ্যাম্পিয়নশীপ অর্জন করে মুকুল নিকেতন। ১৯৮৮ সালে লীলা দেবী শিল্ড ফুটবল টুর্নামেন্টেও চ্যাম্পিয়ন হয় স্কুলটি। '৮৯ সালে জাতীয় বাস্কেটবল প্রতিযোগিতায় রানার্স আপ, '৯০ সালে ভলিবল প্রতিযোগিতায় ঢাকা বিভাগে চ্যাম্পিয়ন ও জাতীয় পর্যায়ে রানার্স আপ হয়। '৯০ সালে ময়মনসিংহ স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত ভারতের রাঁচি ক্রিকেট কোচিং সেন্টার একাদশের বিরুদ্ধে জয়ী হয় মুকুল নিকেতন। '৮২ সালে ঢাকা স্টেডিয়ামে শিশু-কিশোর সমাবেশে অংশ নিয়ে প্রথম পুরস্কার পায় এই স্কুলটি।

'৯৮তে স্মরণকালের ভয়াবহ বন্যায় মুকুল নিকেতনের ছাত্রছাত্রীরা দুর্গতদের পাশে দাঁড়িয়ে সাহায্যের যে হাত বাড়িয়েছিল চরাঞ্চলের সেই বন্যাদুর্গত লোকজন আজও তা স্মরণ করে। এসময় রাজধানী ঢাকা থেকে টাঙ্গাইল হয়ে উত্তরবঙ্গ ও ভৈরব হয়ে সিলেটের সড়ক যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ায় ২৬টি জেলার যানবাহন চলাচল করে ময়মনসিংহ শহর হয়ে। সেই ভয়াবহ যানজট সামাল দিতে সেদিন ময়মনসিংহ শহরের পথে নেমেছিল মুকুল নিকেতনের ছাত্রছাত্রীরা। সফলও হয়েছিল তারা। অন্যদিকে স্কুলে রয়েছে স্কাউট দল, কাব দল, গার্লস গাইড দল, রেড ক্রিসেন্ট দল, ক্যাডেট দল, ব্যান্ডদল ও হলদে পাখির দল। শুধু তাই নয়, মুকুল নিকেতনের ছাত্রছাত্রীরা এখন সমাজ উন্নয়ন ও পরিবেশ রক্ষায়ও মাঠে নেমেছে। এরই অংশ হিসাবে ধূমপান ও মাদকদ্রব্যবিরোধী অভিযান, বয়স্ক শিক্ষাদান, সাক্ষরতা অভিযান, বৃক্ষরোপণ অভিযান, রাস্তাঘাট পরিষ্কার অভিযান ও রক্তদান কর্মসূচীসহ আরও নানা কর্মসূচী চালিয়ে যাচ্ছে।

সরকারের গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রী, আমলা ও রাজনীতিকসহ বিশ্বব্যাংক, ইংল্যান্ডের শিক্ষক-শিক্ষিকা, অস্ট্রেলিয়ার স্কাউট দল, ফিলিপিন্সের বিজ্ঞান ও গণিত দলের প্রতিনিধিগণ স্কুলটি পরিদর্শন করে মুগ্ধ